'বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা' শীর্ষক পুস্তিকার ওপর একটি 'বিশেষ মহল'-এর পক্ষ থেকে প্রচারিত পর্যালোচনার জবাবে এবং দেশের আলেমসমাজ ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিখিত

প্রতি-পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি

সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)।
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

'বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা' শীর্ষক পুস্তিকার ওপর একটি 'বিশেষ মহল'-এর পক্ষ থেকে প্রচারিত পর্যালোচনার জবাবে এবং দেশের আলেমসমাজ ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিখিত

প্রতি-পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি
সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)।
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্ট, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

পরিবেশনাঃ
আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন
প্রকাশকালঃ আগস্ট ২০২১ইং

প্রতি-পর্যালোচনা

ভূমিকা

সম্প্রতি আমার রচিত পুস্তিকা 'বাংলাদেশের কওমি আলেমদের প্রতি একটি বিনীত বার্তা'-র ওপর 'বিশেষ মহল'-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ-করা একটি পর্যালোচনা আমার হস্তগত হয়, তাতে তারা পুস্তিকাটির ৩৫টি পয়েন্ট (আসলে ৩৬টি; ভুলক্রমে তারা ১৬ ক্রমিক নাম্বারটি দু'বার লেখেছেন) চিহ্নিত করে পর্যালোচনা করেন। কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে প্রতিটি পয়েন্টেই তারা আমার লেখাকে নাকচ করে দিতে কিংবা আমার ভাবনাকে ঠুনকো যুক্তির তুড়িতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন; তাই আমি, উক্ত পর্যালোচনাটি (পুস্তিকা থেকে দেয়া উদ্ধৃতিসহ) হুবহু উল্লেখপূর্বক বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন চুম্বকাংশগুলো চিহ্নিত করে (পাঠকের সুবিধার্থে চুম্বকাংশগুলোর ফন্ট বোল্ড করে দেয়া হয়েছে) একটি 'জবাবি রচনা' তথা 'প্রতি-পর্যালোচনা' লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

এর মাধ্যমে উক্ত 'বিশেষ মহল'-এর জবাব দেয়া যতোটা না উদ্দেশ্য; তার চেয়ে অধিক লক্ষ্য হলো, এদেশের আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমানদের কাছে আমার চিন্তাভাবনা ও অবস্থানকে আরেকটু স্পষ্ট করে দেয়া। ভবিষ্যতে যাতে, 'বিশেষ মহল' কিংবা এ ধরনের বিভ্রান্ত ও উগ্র কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ইসলামের নামে কোনো ধরনের অপপ্রচার চালানোর সুযোগ না পায়।

বিনীত-

প্রফেসর ড. মাওলানা আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী এম.পি

সংসদ সদস্য, ২৯২, চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া)।
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
সদস্য, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি।
সদস্য, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সংসদীয় মৈত্রীগ্রুপ।
সদস্য, শেখ যায়েদ বিন সুলতান আলে নাহিয়ান ট্রাস্ট,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

০১. একদিকে গণতন্ত্রকে অস্বীকার, অপরদিকে গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হরতাল ও সহিংস আন্দোলন করাটা কি দ্বিচারিতা নয়? [পৃষ্ঠা: ৩]

পর্যালোচনা-১: গণতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। সারা দুনিয়ার সম্মানিত আলিমগণই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন না যে, এটি একটি ধ্বংসাত্মক ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা মতবাদ। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংঘাত আকিদা ও বিশ্বাসের। এর মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও ইসলামপন্থীদের সফল হতে দেখা যায় নি। আলজেরিয়ার ইসলামি সলভেশন ফ্রন্ট, মিশরের জাস্টিস এন্ড ফ্রিডম পার্টি এবং সর্বশেষ তিউনিসিয়ার আন নাহদা পার্টি জনগণের বৈধ ভোটে নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে নি। সেকুলার ও লিবারেলদের প্রত্যক্ষ মদদে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে। অতএব, গণতন্ত্রের বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়ার বাস্তবায়ন ও মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি পথ ও মত।

লেখক বুঝাতে চেয়েছেন গণতন্ত্রের ব্যাপারে এ অবস্থান নেয়ার পর যৌক্তিক আন্দোলন সংগ্রাম দ্বিচারিতা। আদতে বিষয়টি এমন নয়। সব ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা শরিয়ার অন্যতম একটি ফরজ বিধান। শাসকের কাছে মৌলিক অধিকার ও বৈধ দাবীর জন্যে দ্বারস্থ হওয়াও ইসলামসিদ্ধ বিষয়। **যৌক্তিক ও বৈধ দাবী আদায়ের জন্য প্রচলিত যেকোন কার্যকরী পদ্ধতিরই আশ্রয় নেয়া যায়। হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কেরাম তার খুনিদের বিচারের দাবীতে সংগ্রাম করেছেন।** সে ইতিহাস কারোরই না জানার কথা নয়। যদিও কুচক্রীদের জন্য সে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই সে সংগ্রামকে হারাম বলেন নি। সুতরাং, বিক্ষোভ ও হরতালকে গণতন্ত্রের আবিষ্কার বলে বৈধ সংগ্রামকে রুদ্ধ করার যে প্রয়াস লেখক পেয়েছেন তা অগ্রহণযোগ্য।

প্রতি-পর্যালোচনা-১

ইসলামে গণতন্ত্রের অবস্থান কী? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক পন্থায় মুসলিম দলের ক্ষমতালাভের পরও ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ কেনো হতে হলো? এসব বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এদেশের অরাজনৈতিক ইসলামপন্থী সংগঠন হিসেবে পরিচিত হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিকে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ইসলামপন্থী দল কিংবা সংগঠনের কর্মসূচি ও উত্থান-পতনের সঙ্গে তুলনা করা কতোটা যুক্তিসঙ্গত, তা-ও ভেবে দেখা উচিত!

হযরত ওসমান রা. এর শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর খুনিদের বিচার দাবি করেছিলেন। এটা অনস্বীকার্য। তবে এখানে প্রশ্ন হলো, সাহাবায়ে কেরামের সেই দাবি কি হেফাজতের আন্দোলনের মতো সহিংস ছিলো? আপনারা হয়তো এ উদাহরণ টেনে বুঝাতে চেয়েছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও যেহেতু 'এককালের খুনি, গুজরাটের কসাই'-তাই তারও বিচার চাইতে হবে। এখানে মনে রাখা উচিত, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সবই পরিবর্তনশীল। যাকে আপনারা খুনি ও কসাই ভাবছেন, তিনি এখনকার তিনি নন; তাছাড়া তিনি তো এখানকার কাউকে হত্যা করেননি। তবু আপনারা তাঁর আগমন ঠেকাতে এমন মরিয়া হয়ে উঠলেন কেনো? সহিংসতার পথ বেছে নিলেন কেনো? সেই সহিংসতার কারণে কওমি সমাজের কী দশা হলো আজ? তা তো চোখের সামনেই রয়েছে! বর্তমানে যে বাবুনগরী সাহেবকে আপনারা আমীর মানছেন, কই, তার মুখে তো ইদানিং আন্দোলন-হরতালের কোনো কথা নেই। তিনি তো দিব্যি সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করেই চলছেন! আপনারাই বলেন, হাদিসের ভাষ্যমতে কি এ ধরনের নিরবতা অবলম্বনকারীকে 'শায়তানুন আখরাস' বা বোবা শয়তান বলা হয়নি?

আপনারা যে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো করে, আমার মতো একজন ইসলাম বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী কওমি সন্তানকে শরিয়ত দেখাতে চাইছেন, তা-ও এক বিস্ময়কর সার্কাজম বটে! যাক, তাতে আমার আপত্তি কিংবা উষ্মা নেই। তবে আপনাদের বলে রাখছি, চাইলেই আপনারা আমার সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় বা মুনাজারায় বসতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে আলহামদুলিল্লাহ, শরিয়াহ সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় ছয় হাজার কিতাব রয়েছে। আপনাদের সবসময় স্বাগতম!

উল্লেখ্য, মোদী বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া তিনি প্রতিবেশী ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী না-হলে যে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অতিথি-ই হতেন না;

বরং প্রধানমন্ত্রী পদে যিনি থাকতেন, তাঁকেই আমন্ত্রণ জানানো হতো; এই সিম্পল বিষয়টা বোঝার জন্যে বুদ্ধিজীবী হওয়ার দরকার নেই। এর জন্যে কমনসেন্স-ই যথেষ্ট।

সুতরাং, বন্ধুরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল যেকোনো ব্যক্তি আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আগমন করতেই পারেন। তা অযৌক্তিক কিংবা অবৈধ কোনোটাই নয়; বরং সেদিনের বিক্ষোভ ও সহিংস আন্দোলকারীদের দাবি– 'মোদীকে আসতে দেয়া যাবে না'-ই ছিলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ।

০২. হেফাজতে ইসলাম গত ২৬ ও ২৭ মার্চ যে সহিংস আন্দোলন, ভাংচুর ও হরতাল পালন করেছে তার কি সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল? (পৃষ্ঠা: ৩)
পর্যালোচনা-২: হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এদেশে মুসলিম জাতিসত্ত্বার পক্ষের প্রধানতম প্রতিনিধি। দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের নিপীড়িত মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার দ্বীপ্ত স্বর। প্রথমত মোদীর আগমন উপলক্ষে হেফাজতে ইসলামের যে আন্দোলন সেটি ছিল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যময়। বাংলাদেশের মুসলমানরা মোদীর মতো স্বীকৃত কসাই ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতিবিদকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং **বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মতো আনন্দঘন মুহূর্তে তার মতো সাম্প্রদায়িক নেতাকে বরণ করছেনা–এ বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিলো হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**

আন্দোলনের সহিংস হওয়ার দায় ক্ষমতাসীন দলের:
আমরা যদি আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি, তাহলে খুব সহজেই অনুমান করা যাবে কীভাবে সরকার এ আন্দোলকে সহিংস করে এর ফায়দা লুটেছে। সর্বপ্রথম ঢাকায় মোদীবিরোধী বিক্ষোভ হয় ১৯ মার্চ। ছয়টি দলের মোর্চা 'সমমনা ইসলামি দলসমূহ' বায়তুল মোকাররম থেকে এ বিক্ষোভ বের করে। ২৫ তারিখ তারা বায়তুল মোকাররমে আবার বিক্ষোভ করে। ২৬ মার্চ ঢাকায় হেফাজত বা অন্য কোন ইসলামি সংগঠনের কোন কর্মসূচি ছিল না। এদিন জুমার নামাজের পর মুসল্লিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোদীর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বিক্ষোভে সরকারি দল ও পুলিশের অতর্কিত হামলার ঘটনা থেকে। এতে

মুসল্লিরা ব্যাপকভাবে হতাহত হয়। সন্ত্রাসীরা মসজিদের মতো পবিত্র স্থানে আশ্রয় নেয়া মুসল্লিদের উপর হামলা চালাতেও ছাড়ে নি। বেদনাদায়ক এ ঘটনা সারা দেশের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। বিকেলে হাটহাজারি মাদরাসা থেকে মিছিল বের হয়। থানা লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোঁড়ার ঠুনকো অজুহাতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ব্যাপক হতাহতের পাশাপাশি চারজন শহীদ হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই কায়দায় একজনকে খুন করা হয়। সুশীল সমাজও এ খুনকে মেনে নেন নি। একটা প্রতিবাদ যদি ভুলও হয়, তার জন্য তাকে গুলি করে মারা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্যান্য দস্যুতার প্রতিবাদ জানাতে কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হয় হেফাজতে ইসলাম। ২৭ তারিখ শনিবার বিক্ষোভ কর্মসূচি ও ২৮ তারিখ রবিবার হরতাল ডাকা হয়। এতেও চরম মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ ও বিজিবির মতো আধা সামরিক বাহিনীগুলো। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়, যা আর নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। এতে ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। (কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না হেফাজতে ইসলামের, প্রথম আলো, ০১ এপ্রিল, বিবিসি বাংলা ২৬ মার্চ ২০২১ইং)

স্পটতই, নিরপেক্ষ বিশ্লেষকগণ বলতে বাধ্য হবেন, **সহিংসতার পুরো দায় সরকারের। সরকারই এর সৃষ্টি করেছে এবং ফায়দা লুটেছে।**

প্রতি-পর্যালোচনা-২

হেফাজতে ইসলাম বর্তমানে এদেশের মুসলিম জাতিসত্তার পক্ষে প্রতিনিধিত্বশীল প্রধান সংঠগন। এতে দ্বিমত পোষণের প্রয়োজন নেই। তবে সাংগঠনিকভাবে দেশের অন্যান্য সংগঠন ও দলের তুলনায় হেফাজত এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। নির্দিষ্ট কোনো 'আন-নিজাম আল-আসাসি' তথা সাংবিধানিক কাঠামো না থাকায় সামান্য বৈরিতার সম্মুখীন হতে না-হতেই এখন হেফাজতের নড়বড়ে অবস্থা! মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ে মনোযোগী না-হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে মোদীকে প্রত্যাখ্যানের বার্তা পৌঁছে দেয়ার নামে যে সহিংস আন্দোলন ও ভাংচুরের আশ্রয় নেয়া হলো; এর ফলে তো এখন বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষত মুসলিম বিশ্বের ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামিক স্কলারদের কাছে হেফাজতের পক্ষ থেকে নেতিবাচক বার্তাই বরং বেশি গেছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দাঈ, স্কলার

ও ওলামা-মাশায়েখের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ থাকায়, এ সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তাই আপনাদের সহিংস কর্মকাণ্ডকে 'বিশ্ববাসীর কাছে মোদী বিরোধী বার্তা পৌঁছানো'-র মাধ্যম না বলে পর্দার আড়ালের তৃতীয় কোনো পক্ষের ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি কিংবা দূরদর্শিতাশূন্য কর্মসূচি বলাই অধিক শ্রেয় মনে করছি। ইন্টারনেট-বিপ্লবের এ যুগে বিশ্ববাসীর কাছে বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোই যথেষ্ট; রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া হেফাজতে ইসলামের মতো একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীদের জন্যে তো এসব কোনোভাবেই অনুমোদিত হতে পারে না। হ্যাঁ, তারা যদি ক্ষমতার বাইরে থাকা কোনো পক্ষের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে চান; সেটা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার!

এককথায়, সহিংসতার দায় সরকারের ঘাড়ে চাপানোর প্রয়োজনই হতো না, যদি না তারা হরতাল ও সহিংস আন্দোলনের পথে না গিয়ে দাওয়াতি মানসিকতায় সুচিন্তিতভাবে যৌক্তিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাতেন।

০৩. আন্দোলনের জন্য কি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির সময়টা ছাড়া অন্য কোন সময় পেল না? [পৃষ্ঠা: ৩]

পর্যালোচনা-৩: মূলত এ প্রশ্নটি লেখকের অনেক আগেই করেছিলেন ৭১'র ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ও বিতর্কিত ব্যক্তি শাহরিয়ার কবির। বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, প্রতিবাদকে আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু এদিন কেন? তারা প্রতিবাদ করতে চাইলে অন্য দিন করুক। নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রতিনিধি হয়ে আসছেন। এর সাথে তার দল কিংবা ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর কোন সম্পর্ক নেই। (মুজিব জন্মশতবার্ষিকী: মোদীর ঢাকা সফরের পক্ষে বিপক্ষে নানা অবস্থান, ৭ই মার্চ, বিবিসি বাংলা)

এর উত্তর একদম স্পষ্ট, **প্রথমত এদিন হেফাজতের কোন কর্মসূচিই ছিল না। সরকারই উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।** আওয়ামীলীগের তরফ থেকেও মোদীর আগমনের বৈধতা দেয়া যায় না। কারণ, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। তার মতো মানুষের জন্মদিনে মোদীর মতো একজন উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা আসতে পারেন না। যিনি ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার

জন্য নানা ধরনের ধর্মীয় শোষণ ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নির্যাতন করছেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিরোধী। তার মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে যায় না। সে জায়গায় অস্বস্তিবোধ ছিলো। সে হিসেবে প্রতিবাদটাও ছিল স্বাভাবিক। বাম ডান সবাই প্রতিবাদ করেছে। বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমদ। (নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত সফরের কী প্রভাব পড়তে পারে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে, বিবিসি বাংলা, ঢাকা ১৬ এপ্রিল ২০২১)

দ্বিতীয়ত এটি ভারতের বিরোধিতা নয়। মোদীর আগমনের বিরোধিতা। সরকার প্রধান হিসেবে আসলেই কি তার উগ্র ও চরমপন্থী বিতর্কিত ভাবমূর্তি মুছে যাচ্ছে? মোদী না এসে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন প্রতিনিধি কি আসতে পারতো না। **তৃতীয় আরেকটি বিষয়, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বলে আন্দোলন করা যাবে না, এটা বাংলাদেশের কোন্ আইনে বলা আছে?**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩

প্রথমত, যদি মেনেও নেই, সেদিন হেফাজতের কোনো কর্মসূচিই ছিলো না। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কর্মসূচি না থাকলে সারা দেশে বিশেষত চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় হেফাজতকর্মীরা হুট করে এতো সহিংস হয়ে ওঠার মন্ত্র কোথায় পেলো? তাহলে কি সরকারই তাদেরকে ভূমি অফিস, থানা, রেলস্টেশন, পুলিশের গাড়ি– এসবের ওপর হামলা করতে বলেছিলো? অতএব পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব ছিলো সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত কর্মসূচিরই বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয়ত, কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতার অর্থই হলো সেদেশের প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা ও অপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া মোদীর বিরোধিতা যদি করতেই হয়, তাহলে এতোদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? মোদীর বিরুদ্ধে তো একটা বিবৃতিও দিতে দেখা যায়নি কখনো। তিনি যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগমন করলেন, তখনই কেনো আপনাদের কথিত মোদীবিরোধী চেতনা জেগে ওঠলো?

তৃতীয়ত, আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস তথা ২৬ মার্চ যেমন দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষের কাছে মহান। তেমনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণীয়

মুহূর্ত বা দিনটিও বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। এটি আইনের বিষয় নয়; স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি একজন নাগরিকের শ্রদ্ধাবোধের ব্যাপার। তাই কখনো কোনো ২৬ মার্চ-এ যেমন আপনারা আন্দোলন করেননি; এবং হয়তো করার দুঃসাহসও করবেন না; তেমনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দিনও আন্দোলন-সংগ্রামের কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। তাই তো দেখা যায়, আপনাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২% ও হয় না। ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ সম্প্রীতির এই জনপদে জ্বালাও-পোড়াও করবে, আর প্রশাসন তা চোখ বুঁজে দেখবে, তা কি হতে পারে? আপনারাই বলেন, শরিয়ত কি কখনো এ ধরনের জ্বালাও-পোড়াও এর অনুমতি দেয়?

০৪. এ সহিংস ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে ঘটলো যখন সারা বিশ্ব ভয়াবহ মহামারী ও অদৃশ্য বিপদের শিকার। অথচ এ সময় আমাদের উচিৎ ছিল, খুব বেশি আল্লাহমুখী হওয়া এবং বেশি বেশি সালাতুল হাজত পড়া। [পৃষ্ঠা: ৩]

পর্যালোচনা-৪: আমরাও বলি, **যখন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল। তখন কি প্রয়োজন ছিল ঘটা করে এত বিশাল আয়োজন করার।** এর জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যয় করা হলে জনগণ বেশি উপকৃত হতো। এরই মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের দিগম্বর অবস্থা সবাই দেখেছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর এ সময়ে আমাদের উচিৎ ছিল আমাদের দেশ তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়নযজ্ঞ বাস্তবায়ন এবং সুশাসন ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কতটুকু এগিয়েছে তা দেখা।

এছাড়া বাংলাদেশ রোগতত্ত্ব, রোগ নিরাময় ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বিদেশ থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল সে সময়। যার একটিও মানেন নি মোদী ও তার সফরদলের সদস্যরা। নির্দেশনাগুলো, ১৪ দিন বাসার ভেতরে নিজকে আলাদা করে রাখা এবং বাইরে কোন জনসমাগমে না যাওয়া।

এসময় খুব বেশি আল্লাহমুখী এবং বেশি বেশি সালাতুল হাজত না পড়ে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা যেভাবে হিংসা চালিয়েছেন তাতে পুরো জাতি বিস্মিত ও হতবাক।

প্রতি-পর্যালোচনা-৪

যতোটা ঘটা করে সুবর্ণজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি ছিলো, করোনাভাইরাসের কারণে সরকার সেখান থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলো। তা নাহলে তো দেশজুড়ে সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হতো, আনন্দ মিছিল বের হতো, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ঘরে-ঘরে মিষ্টি বিতরণ করতো। কই, ওসব তো কিছুই হয়নি!

মোদী ও তার সফরসঙ্গীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাই ওই প্রসঙ্গ তুলে তুলকালাম করার কোনো সুযোগ নেই।

০৫. মোদী সাহেবের আগমন কেন ঠেকাতে হবে ? [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-৫: সারা দেশ যখন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে নাকাল তখন কট্টর মুসলিমবিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রধান মুখ মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে বরণ করে নেওয়া এদেশের সব মানবতাবাদী ও মুসলমানের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছে। মোদীর দল বিজেপির ক্রমাগত বাংলাদেশ বিদ্বেষ ও 'হেইট ক্যাম্পেইনের' বিষবাষ্পের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশীদের মনে যে দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তাতে নুন ছিটিয়ে দিয়েছে মোদীর আগমন। এছাড়া মোদীর দল সে সময় পশ্চিমবঙ্গে চলমান বিধানসভা নির্বাচনে যে জাতপাতের রাজনীতি শুরু করেছিল তারই অংশ ছিল ঢাকা সফর। অভিযোগটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া বিশ্লেষকদেরও। ২৬ মার্চ ঢাকায় এসে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান ছাড়াও নরেন্দ্র মোদী সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী মন্দির ও গোপালগঞ্জের কাশিয়ানির ওড়াকান্দি মতুয়া মন্দিরও সফর করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ সুগত বসু ২৭ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকাকে বলেন, 'যে উপলক্ষে তিনি বাংলাদেশ গিয়েছেন, তাতে একা না গিয়ে সংসদীয়-দল নিয়ে যেতে পারতেন। তবে আসল লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতির জন্য মতুয়া-তীর্থ দর্শন হলে বিষয়টা আলাদা।' (মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে জেলেও গিয়েছি, আনন্দবাজার ডিজিটাল, ২৭ মার্চ ২০২১)

৫ এপ্রিল ২০২১ বিবিসি বাংলার 'বাংলাদেশে গিয়েও দাঙ্গা বাঁধিয়ে এসেছেন মোদী: অভিযোগ মমতা ব্যানার্জির' শিরোনামে প্রকাশিত লেখায় বলা হয়, বিজেপি নেতৃত্ব হিন্দুদের প্রতি সংহতির কথা বললেও কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা কিন্তু তাদের সম্পাদকীয়তে সরাসরি লিখেছে, তার 'কোভিডকালীন প্রথম বিদেশ সফরকে নরেন্দ্র মোদী যে ঘরোয়া রাজনীতির স্বার্থেই' ব্যবহার করেছেন– তা একেবারে স্পষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অভীপ্সু হালদারও বিবিসিকে বলেছেন, বিজেপি যে দেশের ভেতরে এই সফরের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে তাতে ভুল নেই।

বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করেন, মি. মোদীকে এমন অনুষ্ঠানে এনে ভারতের সরকারি মহলে নিজের আস্থা আরও বাড়িয়ে নিয়েছেন শেখ হাসিনা, এমনটিই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবাইদা নাসরিন। "এখানে মোদীর বিরোধিতা করেছেন ইসলামপন্থী আর বাম সংগঠনগুলো। অন্যদিকে আওয়ামীলীগ মোদীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে সব প্রতিবাদ মোকাবেলা করেই। যার মাধ্যমে হয়তো এমন বার্তা গেছে, যে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরালো এবং বর্তমানে বাংলাদেশে এ সম্পর্ক দেখার ক্ষেত্রে আওয়ামীলীগ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।," তিনি বলেন। (নরেন্দ্র মোদীর বিতর্কিত সফরের কী প্রভাব পড়তে পারে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে, বিবিসি বাংলা, ১৬ এপ্রিল, ২০২১)

সুতরাং, এত বিরোধিতা আর ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের মোদীকে নিয়ে আসার গণবিরোধী লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

প্রতি-পর্যালোচনা-৫

মোদীর আগমনের বিরোধিতা করেছিলো হেফাজতের একটা পক্ষ এবং সরকারবিরোধী কতিপয় বাম সংগঠন। যাদের সংখ্যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২%-ও হবে না। এরা ছাড়া দেশের আর কেউই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বিরোধিতা করেননি। তাই এতো অল্পসংখ্যক মানুষের বিরোধিতার অজুহাতে, মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টির গায়ে 'গণবিরোধী' ট্যাগ লাগানো কতোটা যৌক্তিক? সেই বিচারের ভার বিবেকের আদালতেই ন্যস্ত করলাম!

০৬. ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম দেশের কোন দেশে কি তার ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে? না শুধু বাংলাদেশেই তার আগমন নিষিদ্ধ করতে হবে? [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-৬: ২০০১ সালের অক্টোবরে ভারতের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মাথায় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে মোদীর ছত্রছায়ায় মুসলমানদের উপর বীভৎস গণহত্যা সংঘটিত হয়। এতে দুই হাজারেরও বেশি মুসলিম নিহত হয়, হতাহত হয় অনেকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানদের ব্যবসায়-বাণিজ্য। **এ প্রেক্ষিতে আর এস এস ও বিজেপির পোস্টারবয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর উপর ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অনেকগুলো ইউরোপীয় দেশ ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যা ২০১৪ পর্যন্ত বহাল থাকে। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে তার বিজয়ী হওয়ার পরই কেবল এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।** (রয়িসু উযারায়িল হিন্দ আল জাদিদ, আদুয়্যুল মুসলিমিনা আল মামনু' মিন দুখুলি আমরিকা, সিএনএন আরবি, ১৯ মে ২০১৪) **এর মাধ্যমে মানবতার উপর বিজয়ী হয় রাজনীতির চাণক্য চাল। কিন্তু তাই বলে মোদী কি নিষ্পাপ হয়ে পড়েছে?** ইসলাম কি এই বলে? ইসলাম কি বলে একজন স্বীকৃত শত্রু ও খুনিকে সম্মান জানাতে? নিজের কর্মকান্ডের জন্য কখনোই সে অনুতপ্ত হয় নি। ফলে তার প্রতিবাদ তো হবেই!

ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর কে কি করলো দেখা কি খুব জরুরি। প্রায় সবগুলো মুসলিম দেশের সরকারগুলো যেখানে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণ ও মুসলিম জনগণের হিতবিরোধী নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে নিরলস। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা চরম হাস্যকর! বাংলাদেশের সাবেক সচিব তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সৌদি আরব, আরব আমিরাত বা অনেক আরব দেশের কাছে ভারতের বাজারের গুরুত্ব কাশ্মীরের মুসলিমদের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক অমিল ও শত্রুতার ফলে ওআইসি জোট তার গুরুত্ব ও প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে। (কাশ্মীর নিয়ে মুখ খুলেছে ওআইসি: ক্ষুব্ধ ভারত, বিবিসি বাংলা, ৩০ নভেম্বর ২০২০)

প্রতি-পর্যালোচনা-৬

আপনারা তো স্বীকার করেই নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বমোড়লও লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর মোদীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তো, ২০২১ সালে এসে যখন সেই মোদী ভারতের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ এক গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাকে কোন্ দুঃখে আয়তন ও ক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে যোজন-যোজন দূরত্বের ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশ বয়কট করতে যাবে? তাছাড়া চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের সময় কেনো আপনারা মোদী ইস্যুতে উচ্চবাচ্য করেননি? এবং বর্তমান সরকারের প্রথম টার্মেও কেনো আপনাদের মোদীর কথা মনে পড়লো না?

খাতায়-কলমে যেহেতু এখনো পর্যন্ত ওআইসি-ই বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সর্ববৃহৎ ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম, তাই অতিঅবশ্যই আন্তঃরাষ্ট্রীয় যেকোনো বিষয়ে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর অবস্থানকে আমলে না নিয়ে উপায় নেই। দেশ ও জাতির স্বার্থেই এটা অপরিহার্য। আপনারা কি চান, বাকি ৫৬টি মুসলিম দেশের তোয়াক্কা না করে বাংলাদেশ একা হয়ে যাক?

০৭. মোদী কর্তৃক ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও দাঙ্গার যে অভিযোগ আপনাদের পক্ষ থেকে আনা হচ্ছে, এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের কোন প্রকারের সম্পর্ক নেই। কারণ, বাংলাদেশ সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার রাখে না। [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-৭: এর সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্ক আছে সে দাবী কেউই করে নি। কিন্তু **পৃথিবীর সব নিপীড়িতের পক্ষে অবস্থান নেয়া বাংলাদেশের নীতিগত কর্তব্য। ভারতের মুসলমানরা এর ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি, শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ নিজে যেহেতু স্বাধীনতার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছে তাই স্বাধিকারের প্রশ্নে বিশ্বের যেকোনো জাতির সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ গণহত্যার কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের রয়েছে, তা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি জনগণ যেভাবে অন্যায় ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সোচ্চার।

প্রতি-পর্যালোচনা-৭

নীতিগতভাবে বাংলাদেশ সরকার এখনো পৃথিবীর সর্বশ্রেণির নিপীড়িত মানুষের পাশেই রয়েছে। ভারতের মুসলমানরাও এর ব্যতিক্রম নন। ভারতের মুসলমানদের নিয়ে যে ঝামেলা ভারতে চলছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেটা একান্তই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাছাড়া মুসলমানদের সমর্থন দেয়া আর মহান মুক্তিযুদ্ধের মিত্রশক্তি ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীকে আমন্ত্রিত করার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। দুটি দুই বিষয়; গুলিয়ে ফেললে হিতে বিপরীতই হবে! ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের মুসলিমদের সংখ্যা কয়েক কোটি বেশি। আপনাদের প্রতি তাই, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ না করার অনুরোধ রইলো!

০৮. রাসুল (সাঃ) এর বাণী- "আর যদি তাও না পারে (অন্যায়কে মুখ দিয়ে বাধা দেয়া) তবে যেন অন্তরে ঘৃণা করে।" মুসলমানদের উচিৎ ছিল হাদিসের আলোকে আমল করা। [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-৮: স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, **তবে কি সরকার মুসলমানদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে যে মুসলমানরা মুখেও অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার চাইতে পারছে না?!** ক্ষমতাসীন দল যেখানে জনগণকে অবাধ বাকস্বাধীনতা প্রদানের দাবী করছে, সেখানে এমন দাবী অবান্তর নয় কি?

প্রতি-পর্যালোচনা-৮

আমাদের মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশের প্রায় ৯২% জনগণ মুসলমান। এমনকি ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে অধিকাংশ মন্ত্রীবর্গও মুসলমান। সুতরাং 'মুসলমানদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে' টাইপের মন্তব্য করে আপনারা আসলে কী বুঝাতে চাইছেন আপনারাই ভালো জানেন! আপনারা কি তাহলে নিজেদের ছাড়া সবাইকে অমুসলমান মনে করছেন? এবং মুখে প্রতিকার চাওয়া আর সহিংস আন্দোলন ও জ্বালাও-পোড়াও-এর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে, তা সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেই, আপনাদের বাকস্বাধীনতা নেই;

তাহলেও কি সহিংস হওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো আপনাদের? হাদিসে নববীর শিক্ষা কি এটাই? 'وإن لم يستطع فبقلبه' তথা 'তাও যদি সম্ভব নাহয়, তাহলে যেনো হৃদয় দিয়েই প্রতিবাদ করে'– হাদিসের এই অংশ কি তাহলে আপনারা মানেন না? নাকি তৃতীয় কোনো পক্ষ আপনাদের আশ্বস্ত করেছিলো যে, আপনারা জ্বালাও-পোড়াও করবেন; আর তারা আপনাদের নিরাপত্তা দেবে?!

০৯. একথা অনস্বীকার্য যে, অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের মুসলমানগণ যাবতীয় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি অধিক স্বাধীনভাবে পালনে সক্ষম। আমরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করেছি। এক্ষেত্রে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা থাকতে পারে; তবে সেগুলো নগণ্য। [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-৯: লেখকের এ দাবী সম্ভবত কোন নীতিবান মানুষের কাছে আশা করা যায় না। পৃথিবীর উন্মুক্ত কারাগার কাশ্মীরে কী হচ্ছে তা যে কোন সচেতন মানুষই জানে। দেশের বৃহত্তম ধর্মীয়-সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়গুলি প্রায়শই সন্ত্রাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ ও হামলার শিকার হয়েছে। অতীতে, এই আক্রমণগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। তবে, বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার পরে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের উত্থানের সাথে সাথে আক্রমণগুলি আরও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রত অনুমোদিত কার্যক্রমের আকার নিয়েছে। (Jaffrelot, Christophe Hindu Nationalist Movement and Indian Politics Hurst) ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনাবলিতে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্রায় ১০,০০০ মুসলিম নিহত হয়েছেন। (Filkins, Dexter "Blood and Soil in Narendra Modi's India" The New Yorker)

১০,০০০ সংখ্যাটা হয়তো লেখকের কাছে তেমন কিছু না। কিন্তু বিশ বছর ব্যাপ্ত আফগান আগ্রাসনে মাত্র ২৩০০ সেনা নিহত হওয়ার পর আমেরিকার জনমত কি প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল তা সম্পর্কে লেখক নিশ্চয় অবগত আছেন। মুসলমানদের রক্ত এত সস্তা হবে কেন?

১৯৪৭ সালে জম্মুতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ, হায়দরাবাদে অপারেশন পোলোর পরে মুসলমানদের ব্যাপকহারে হত্যা, ১৯৬৪ সালে কলকাতায় মুসলিম দাঙ্গা,

১৯৬৯ সালের গুজরাটের দাঙ্গা, ১৯৮৫ গুজরাট দাঙ্গা, ভাগলপুর দাঙ্গা, বোম্বাই দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালে আসামে নেলি গণহত্যা, এবং ২০০২ সালে গুজরাটের গণহত্যা, ২০১৩ সালে মুজাফফরনগর দাঙ্গা ও ২০২০ সালে দিল্লি দাঙ্গা– এসবই তাহলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা। অথচ এতে বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে অগণন মুসলমানের। আহত ও সম্পদহানীর ফিরিস্তি তো বড্ড বিশাল।

২০১৩ সালে ইন্ডিয়াস্পেন্ড জানিয়েছে যে, ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতে গরু কেন্দ্রিক সহিংসতার ৮৪% মুসলমান ছিলেন এবং মে ২০১৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৯% এ। (উইকিপিডিয়ার 'ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা' শীর্ষক প্রবন্ধ)

শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, মার্কিন একটি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণায় ২০২০-এ ভারতের জনসংখ্যা অনুমিত হয়েছে ১৩৯ কোটি। এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪-১৫ শতাংশ ধরে ১৯-২০ কোটি। বিশ্বব্যাপী ৪৯টি রাষ্ট্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইন্দোনেশিয়ার পর ভারত ছাড়া একক কোনো রাষ্ট্রে এত মুসলমান নেই। ভারত পৃথিবীতে নিজেদের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবি করলেও ভারতের সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলমানরা প্রতিনিয়ত নানা সামাজিক নিপীড়ন ও জীবনযাপনে নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাচ্ছেন। কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের চরম অবস্থার কথা বাদ দিলেও দক্ষিণের কটি প্রদেশ বাদে সর্বত্র মুসলমানরা একধরনের অধস্তনতার শিকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন রকম, প্রকার ও প্রকরণের নির্যাতন ও অধস্তনতার চিত্র। (সংখ্যা ও শঙ্কায় ভারতের নির্বাচন, প্রথম আলো, ১ এপ্রিল, ২০২১)

প্রতি-পর্যালোচনা-৯

শতাধিক কোটি জনগণের বৃহৎ এক রাষ্ট্র ভারত, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও মত-পথের মানুষের বসবাস। আপনাদের উত্থাপিত পরিসংখ্যান অস্বীকার না করেও বলা যায়, হ্যাঁ, ভারতের মতো সুবিশাল জনগোষ্ঠীর যাপিতজীবনে এসব কতিপয় বিচ্ছিন্ন অঘটনেরই তথ্যচিত্র মাত্র।

আচ্ছা, মোদীকে বাংলাদেশে না আসতে দিলেই কি অতীতের সকল দাঙ্গার সমাধান হয়ে যেতো? আপনাদের মন্তব্য পড়ে তো মনে পড়ছে, সেই প্রাচীন প্রবাদ– 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা!

১০. ভারতে ২৫ কোটির চেয়ে বেশি মুসলমান রয়েছে। অতএব বাংলাদেশের মুসলমানদের এমন কোন কর্মে লিপ্ত হওয়া যাবে না, যে কারণে ভারতের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলে। [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-১০: এ দাবী চরম হাস্যকর। সাম্প্রদায়িক ও বিভাজনের আইনের বিরুদ্ধে খোদ ভারতের মুসলমানরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। সেখানে **বাংলাদেশের মুসলমানরা ওদের কথা বললে ওরা বিপন্ন হবে– এ কেমন কথা?** ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া দিল্লির শাহিনবাগের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী (সিএএ) আন্দোলনের কথা হয়তো লেখক বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। যে আন্দোলন গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আয়োজিত সে আন্দোলন কিন্তু ভারতের সবচেয়ে রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত মুসলমানেরাই করেছিলেন।

প্রতি-পর্যালোচনা-১০

'ওদের কথা' বলা মানে কি বিক্ষোভ ও সহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নেয়া? আপনারা যদি সত্যিই ওদের কথা বলতে চাইতেন, তাহলে তো শান্তিপূর্ণ বহু মাধ্যম ছিলো, ওই পথে আগালেন না কেনো? সুবর্ণ জয়ন্তীর মতো মহতি অনুষ্ঠানে তো আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও দিতে পারতেন কিংবা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আপনাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারতেন। অথবা আমার মতো কারো নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েও আলোচনা করতে পারতেন। আপনারা তো এসবের কোনোটাই করলেন না! করলেন কেবল জ্বালাও-পোড়াও!

১১. হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ চাইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিক দাবী পেশ করতে পারতেন। যেমন, উচ্চশিক্ষার জন্য ... এডুকেশন ভিসা চালু করা। [পৃষ্ঠা: ৪]

পর্যালোচনা-১১: ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার চেয়ে এডুকেশন ভিসা প্রাপ্তির আবেদন কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশেই এখন উচ্চশিক্ষার উপযোগী পরিবেশবান্ধব অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই এ মুহূর্তে এডুকেশন ভিসা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। তা ছাড়া এর একটি আরেকটির বিরোধী নয়।

প্রতি-পর্যালোচনা-১১

নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার মাধ্যম কি কেবল সহিংস আন্দোলন? সহিংসতা তো কোনো সমাধান হতে পারে না। আগুন দিয়ে কি আগুন নেভানো যায়? তাছাড়া এডুকেশন ভিসার আবেদনের সঙ্গে-সঙ্গে যে ওখানকার নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরা যেতো না, তা তো আমরা বলিনি।

১২. জিহাদ কী? জিহাদ কে ঘোষণা করবে? বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি জিহাদের আবশ্যকতা রয়েছে? জিহাদ কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হয়? [পৃষ্ঠা: ৫]

পর্যালোচনা-১২: এ সবগুলো বিষয়েই বিজ্ঞ আলিমরা অবগত আছেন। তারাই পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিবেন। এ নিয়ে জল ঘোলা করার সুযোগ নেই। **সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সায়্যিদ আহমদ শহীদরা যে কাফিরদের সাহায্যকারী মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন– সে কথা কৌশলে চেপে গিয়েছেন লেখক।**

লেখক যে শায়খ ইউসুফ কারযাবির রেফারেন্স বার বার দিচ্ছেন তিনি কী বলছেন এ প্রসঙ্গে?

২৪ জুলাই ২০১১ 'আনা' টেলিভিশনের ফিকহুল হায়াত অনুষ্ঠানে শায়খ ইউসুফ কারযাবি বলেন, জিহাদ শুধু কাফেরদের বিরুদ্ধে হয় না। স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধেও হয় জিহাদ। মানুষের চিন্তাধারা ও নীতি নৈতিকতা বদলে দেয়ার ঘৃণ্য প্রয়াস যারা চালায় তাদের বিরুদ্ধেও আমরা লড়বো।

উপস্থাপক প্রশ্ন করেন, এই যে জিহাদের কথা আপনি বলছেন এর পরিণতি তো ভয়ংকর! শায়খ কারযাবি উত্তরে বলেন, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই তো ও রকম পরিণতি আছে। যে মুসলমান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও জান্নাতের প্রত্যাশা করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, ভয় করে তাঁর অসন্তুষ্টি জাহান্নামের সে তো এ পরিণতি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। কোন কিছুই কি মূল্য ছাড়া হয়। জান্নাত কিন্তু আল্লাহর সদাই। এ মহামূল্যবান সদাই। (আল করদাবি: মুকাওমাতুত তুগাত ওয়াল ফাসাদ মিল আফদালি আনওয়ায়িল জিহাদ, আল গদ পত্রিকা, আম্মান-জর্ডান, ২৫ জুলাই, ২০১১)

প্রতি-পর্যালোচনা-১২

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও সায়্যিদ আহমদ শহীদের সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বর্তমান আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির নীতিমালা ও পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলো। তখনকার যোগাযোগ মাধ্যম, প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্রও এখনকার মতো ছিলো না। তাই তাঁদের প্রসঙ্গে টেনে ইতিহাসের জল ঘোলা করে অনুগ্রহপূর্বক আর নতুন প্রজন্মের মাথা খাবেন না!

শায়খ ইউসুফ কারযাবির সাক্ষাতকারটির প্রায়োগিক বিধানও স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন হতে পারে। তিনি যে বাংলাদেশের মতো সম্প্রীতিপূর্ণ কোনো দেশের জন্যে জিহাদের পক্ষে উক্ত সাক্ষাতকার দেননি, এটা তো অন্তত আপনারা অস্বীকার করবেন না, কী বলেন?

উল্লেখ্য, ড. কারযাবি আমার খুবই ঘনিষ্ঠজন। ২০০২ সালে আমার বাসায় এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ করে তিনি আমাকে ধন্য করেন। তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য-সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতার আলোক বলতে পারি, আমার লেখার একটা অক্ষরেও তিনি আপত্তি করবেন না– এটা আমার প্রতীতি। তেমনি আল্লামা তকী উসমানি সাহেবের সঙ্গেও আমার সৌহার্দপূর্ণ যোগাযোগ রয়েছে। যতোটা জানি, তিনিও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে দ্বিমত করবেন না।

১৩. ১৮৫৭ সালের আগের ও পরের এসব জিহাদ ও আন্দোলনে কি মাদরাসা, এতিমখানা ও হিফজখানার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেছিলো? নাকি আলেম-ওলামা ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলো? [পৃষ্ঠা: ৬]

পর্যালোচনা-১৩: সংঘাত-সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন আন্দোলন সংগ্রামে শিশুদের অংশগ্রহণ কিছুতেই কাম্য নয়। আল্লাহর রসূল (সা.) বদরের দিন বয়সে ছোট হওয়ার কারণে উসামা ইবনু যায়দ, বারা ইবনু আযিব, যাইদ ইবনু সাবিত, যায়দ ইবনু আরকাম, আরাবা ইবনু আওসকে যুদ্ধে নেন নি। তাদেরকে মদিনায় রেখেছিলেন নারীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির) **কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও কেউ অংশগ্রহণ করলে বা করালে এর দায় তার উপরই বর্তায়। আর শরঈভাবে সাবালক হয়ে ওঠার পর যে কেউই যে কোন জিহাদ-আন্দোলনে অংশ নিতে পারে।** এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রাঃ) কথা বলা যায়। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁকে পনেরো বছর বয়সে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

প্রতি-পর্যালোচনা-১৩

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সাংবিধানিক আইন মেনে চলতে বাধ্য। পনেরো বছর বয়সে শরঈভাবে সাবালক হলেও, দেশের সংবিধান মতে আঠারো বছর না-হওয়া পর্যন্ত সবাই শিশু-কিশোর হিসেবেই ধর্তব্য। তাছাড়া সেদিনের আন্দোলনে ১৫ বছরের কম বয়েসিরাও ছিলো। বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ার ভিডিও ফুটেজে তার প্রমাণ রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও ওরকম কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখানো হয়েছে। কোমলমতি শিশুদের রাজপথে কেনো নামানো হলো, বামপাড়ার মিডিয়ায় যে এ ধরনের প্রশ্নের ঝড় উঠেছিলো। তা তো আপনারাও জানেন। এতো তাড়াতাড়ি ওসব ভুলে যাবেন– সত্যি, তা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে!

আচ্ছা, নিজেদের রাজনৈতিক ও সামন্তবাদী হীনস্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে শরিয়তের দোহাই পেড়ে পরোক্ষভাবে মাদরাসাপড়ুয়া কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সহিংস আন্দোলনের পথে ঠেলে দেয়া কি জিহাদ?

১৪. কতজন আলেম দেওবন্দের ইতিহাস পড়েছেন? আপনারা যদি দারুল উলুম দেওবন্দ ও আল্লামা তকি উসমানীর কাছে ফতোয়া চান, তারা কি এ সহিংস আন্দোলন ও হরতালের স্বপক্ষে ফতোয়া দেবেন? [পৃষ্ঠা: ৬]

পর্যালোচনা-১৪: কতজন আলেম দেওবন্দের ইতিহাস পড়েছেন– সে পরিসংখ্যান আমাদের কাছে না থাকায় আমরা দুঃখিত। **বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের ফজিলত শ্রেণীতে দেওবন্দ আন্দোলন পাঠ্য।** এরপরও কেউ বাদ পড়লে তার ব্যক্তিগতভাবে দেওবন্দের ইতিহাস পড়ে নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে দেওবন্দ ও তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লার ফতোয়া তলব করে দেখা যেতেই পারে।

প্রতি-পর্যালোচনা-১৪

দেওবন্দ আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে পড়লে ও পড়ানো হলে কি আপনারা এমন সহিংস হয়ে উঠতে পারতেন? দেওবন্দের দীর্ঘ ইতিহাসে– সেই ১৮৬৬ সাল থেকে নিয়ে আজকের ২০২১ পর্যন্ত, এধরনের কোনো জ্বালাও-পোড়াও বা সহিংস আন্দোলনের প্রমাণ কি দেখাতে পারবেন? আপনারা যদি সত্যিই দেওবন্দের উসুল মেনে চলতেন, তাহলে কি পিতৃতুল্য ওস্তাদদের সঙ্গে বেয়াদবি করতেন? পড়ালেখা শিকেয় তুলে আন্দোলন নিয়ে পড়ে থাকতেন? আপনাদের আচার-আচরণ দেখে তো আমার সন্দেহ হয়,

আসলেই কি আপনারা দেওবন্দের ইতিহাস পড়েছেন? পড়লেও, কয়টা বই পড়েছেন? এ বিষয়ে তো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বহুসংখ্যক বই রয়েছে। আপনাদের আগ্রহ থাকলে, আমি পাঠিয়ে দিতে পারি। শেকড়ের সঠিক ইতিহাসচর্চায় আমি কওমি প্রজন্মের পাশে থাকতে চাই।

১৫. কতিপয় সহিংস মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের কারণে দু'শ বছরের ইতিহাস ও অর্জন বিলীন হয়ে যেতে পারে না। [পৃষ্ঠা: ৭]
পর্যালোচনা-১৫: ক্ষমতাসীন দলই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহিংস করেছিল। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সুতরাং এর দায়ও তাদের উপর বর্তানো উচিত।

প্রতি-পর্যালোচনা-১৫

এই উদ্ভট দাবির কোনো ভিত্তি নেই। পক্ষান্তরে আন্দোলনকারীরা যে বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা, রেলওয়ে স্টেশন ও পুলিশের গাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছিলো তার বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ প্রশাসনের হাতে রয়েছে।

১৬. এ দেশে ইসলামের জন্য শেখ হাসিনা কী না করেছেন! ৫৬০টি মডেল মসজিদের নির্মাণ প্রকল্প– যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বাস্তব রূপ পেয়েছে, ১০১০টি দারুল আরকাম মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান প্রভৃতি। [পৃষ্ঠা: ৭]
পর্যালোচনা-১৬: ৫৬০টি মডেল মসজিদের নির্মাণ প্রকল্প এর পরিচালক মো. নজিবর রহমান জানান, মডেল মসজিদ করতে ব্যয় করা হচ্ছে আট হাজার ৭২২ কোটি টাকা। প্রতি জেলা, উপজেলা এবং উপকূল এলাকায় মসজিদগুলো তৈরি হচ্ছে। শুরুতে এই প্রকল্পে সৌদি সরকারের অর্থায়নের কথা থাকলেও পরে তারা করেনি। এখন পুরো প্রকল্পটি সরকারের অর্থে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (নয় হাজার কোটি টাকার মডেল মসজিদ, ডয়চে ভেলে, ৯ জুন, ২০২১)
প্রথমত সৌদির আশ্বাসেই এ প্রকল্পে হাত দেয় সরকার। পরে অনন্যোপায় হয়ে নিজেরা করে। দ্বিতীয়ত বিশ্লেষকগণ এ প্রকল্পকে জনতুষ্টিমূলক মনে করছেন। গবেষণাসংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলছিলেন, নির্বাচনের আগে জনতুষ্টির জন্য জনপ্রিয়

প্রকল্পে সরকার অর্থায়ন করতে চায়, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। (মসজিদ তৈরির প্রকল্পে অর্থায়ন সৌদির বদলে বাংলাদেশ করছে কেন? বিবিসি বাংলা, ২৭ জুন ২০১৮) **তৃতীয়ত মডেল মসজিদ নির্মাণে যে ভয়াবহ দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে তা দেখে পুরো দেশের মানুষ হতবাক হয়েছে।** উদ্বোধনের আগেই মসজিদের ফ্লোরে ভাঙ্গন দেখা গিয়েছে। (মডেল মসজিদের পিলার-মেঝেতে ফাটল, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর, ১৮ জুন ২০২১) **চতুর্থত এটা এতো ফলাও করে প্রচার করার কি আছে?** মডেল মসজিদ প্রকল্প ২০১৪ সালে গ্রহণ করা হয়। সাত বছর পর এবছর মাত্র ৫০টি মসজিদ উদ্বোধন করা সম্ভব হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না, এ কাজ সমাপ্ত হতে আরও সাত বছর তো লাগবেই। সে হিসেবে ৯০% মুসলমানের দেশে ৯ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দের এ বাজেট কি খুব বড় কিছু? ২০১৮ সালের ২৩ অক্টোবর যুগান্তরে 'সারা দেশে মন্দির সংস্কার-মেরামতে ২৭৬ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের উদ্যোগ' শিরোনামে এক লেখায় বলা হয়েছে দেশব্যাপী সংস্কার ও মেরামত কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৮৩৩টি মন্দির, আশ্রম, মঠ, আখড়া, শ্মশান সংস্কার-মেরামত-উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য ৯১৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। এছাড়া চট্টগ্রামসহ চারটি জেলায় বিদ্যমান ১৪৯টি হিন্দু প্রতিষ্ঠান সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয় ৯৯ কোটি ২৪ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে হাজার কোটি টাকা। বরাদ্দটা কিন্তু মাত্র ৯% হিন্দুর জন্য। **পঞ্চমত, বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট মসজিদ আছে, এগুলো তৈরি করা হয়েছে সরকারের ভাষায় উগ্রবাদ দমনের জন্য।**

দারুল আরকাম-নিয়েও উচ্ছ্বাসের কিছু নেই। ২০১৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে এক হাজার দশটি দারুল আরকাম মাদরাসা স্থাপন করা হয়। ২০১৮ সালে ১০১০ জন কওমি সনদধারিকে নিয়োগ দেয়া হয়। উদ্যোগটি মন্দ নয়। কিন্তু করোনা মহামারীতে দেড় বছর ধরে নিয়োগপ্রাপ্তরা যে বেতন-ভাতা পান নি সেটাই বরং ভাবা উচিত। (আলোর মুখ দেখছে প্রধানমন্ত্রী প্রতিষ্ঠিত 'দারুল আরকাম', জাগো নিউজ, ০৮ জুলাই ২০২১)

আলিয়া মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে কি হয় নি। সে কথা কওমি সংশ্লিষ্টদের বলে ফায়দা কী? ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাবত কওমি সংশ্লিষ্টদের কোন লাভ হয়ে থাকলে সেটাও বলবেন।

কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান– কওমি মাদরাসার স্বীকৃতি প্রদান ছিল দেশের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান। যা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু এর পেছনে যে রাজনৈতিক খেল ছিল সেটা সচেতন মানুষ মাত্রই জানে। "২০০৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জামায়াতে ইসলামীর জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে এই স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা (বিএনপি) দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা এসেছিলো ঐ সরকারের মেয়াদের প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং সেই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও তা বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের সময় বা সুযোগ ঐ সরকার পায়নি। ক্ষমতার হাত বদলের কারণে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, কেননা আওয়ামীলীগসহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এবং সিভিল সোসাইটির এক বড় অংশ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলো না। এগারো বছর পরে বিএনপির প্রতিপক্ষ আওয়ামীলীগ, যে সেই সময়ে এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলো এই বলে যে এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শিক্ষাখাতের জন্যে ক্ষতিকর, সেই নতুন করে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে।" (কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির পেছনে বড় রাজনীতি, আলী রীয়াজ, ডয়চে ভেলে, ২৫ মার্চ, ২০১৭)
এছাড়া সামগ্রিক দিক বিবেচনায় এর কোন প্রভাব এখনও দৃশ্যমান হয় নি। সুতরাং কওমি সনদকে পূর্ণ কার্যকর করার আগে লেখক যেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য।

প্রতি-পর্যালোচনা-১৬

প্রথমত, কার আশ্বাসে সরকার প্রকল্পে হাত দেয় সেটার চেয়ে বড়ো কথা হলো, আপনাদের কথামতে যে সৌদি সরকারের আশ্বাসে প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়, তারা সরে যাওয়ার পরও, বর্তমান সরকার সেই প্রকল্প থেকে সরে আসেনি; বরং পদ্মাসেতুর মতো নিজ খরচেই সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প পরিচালনা করে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

দ্বিতীয়ত, সরকারের কাজই তো জনগনের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সজাগ থাকা। জনগনের খেদমত করা। মডেল মসজিদগুলোও তো জনগনের সুবিধা এবং ধর্মীয় সুকুমারবৃত্তি চর্চার কেন্দ্র হিসেবেই নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে দোষ ধরার কী আছে?

তৃতীয়ত, জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এখনো সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারিনি। তাই সমাজের প্রায়সব সেক্টরেই কিছু না-কিছু দুর্নীতি হয়েই থাকে। এখানেও হয়তো হয়েছে। তবে আশার কথা হলো, কোনো ধরনের দুর্নীতি হলে দুর্নীতির তদন্ত ও দুর্নীতিবাজদের দমনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার জিরো টলারেন্স নীতি-ই অনুসরণ করছে। উল্লেখ্য, আমার নির্বাচনী এলাকায় ইতোমধ্যে দু'টি মডেল মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ওখানে কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়নি।

চতুর্থত, দেশ ডিজিটালাইজড হওয়ার কারণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংখ্যা ও মান যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সোস্যাল মিডিয়া তো আছেই। তাই যেকোনো ইতিবাচক কর্মকান্ডের প্রচার-প্রসার একটু বেশি পরিমাণে হলে সমস্যা কোথায়?

পঞ্চমত, বাংলাদেশের মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় এখনো অনেক মসজিদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই অসংখ্য মসজিদ আছে, আর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন নেই; একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ২০ কোটি মানুষের দেশে আরো বহু মসজিদের দরকার আছে। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার ফাউন্ডেশন (আল্লামা ফজলুল্লাহ রহ. ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)-এর উদ্যোগে ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে আরো অসংখ্য মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাস বলে, মসজিদ নববী থেকে শুরু করে মুসলমানদের প্রতিটি মসজিদই ছিলো মূলত দাওয়াতি সেন্টার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ইসলামের সোনালি যুগের পথেই এগুচ্ছেন। বাস্তবায়ন করছেন মডেল মসজিদ প্রকল্প। এর মাধ্যমে সমাজে সুস্থ-সংস্কৃতি ও ধর্মের সঠিক শিক্ষার বিকাশ ঘটবে– এমনটাই প্রত্যাশা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর। প্রতিটি মডেল মসজিদে থাকবে ইসলামি দাওয়াতি সেন্টার, হাজী সাহেবানের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, ইসলামি গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অফিস, ইসলামিক কালচারাল সেন্টার এবং দাফন-কাফন সংক্রান্ত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। আপনারা যারা, মডেল মসজিদ প্রকল্পকে বাঁকা চোখে দেখছেন, আপনারা কি তাহলে বলতে চাচ্ছেন, মসজিদের পাশাপাশি

ইসলাম, মুসলমান ও দেশ-জাতির কল্যাণে গৃহীত এসব প্রজেক্ট বাস্তবায়নের প্রয়োজন নেই?
তাছাড়া মসজিদের মিনার থেকে উগ্রবাদসহ যাবতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচারিত হবে, এটাও তো মসজিদের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইসলামের সোনালি যুগে তো মসজিদই ছিলো সমাজ ও জনগণকে দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রধান মাধ্যম।

১৬. হেফাজতের কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা কি ২% এর বেশি হবে? ২% জনগোষ্ঠী নিয়ে কি আপনারা সরকার গঠন করতে পারবেন ? [পৃষ্ঠা: ৮]
পর্যালোচনা-১৬: হেফাজতের কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কত সে পরিসংখ্যান করার জন্য লেখককে ধন্যবাদ। ক্ষমতাসীন দলের কর্মসূচিতে কত শতাংশ মানুষ অংশগ্রহণ করে সে প্রশ্ন জনগণের। সরকার গঠন-প্রসঙ্গের অবতারণা অযাচিত। **হেফাজত অরাজনৈতিক সংগঠন। এর রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই। ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদেরা এ বিষয়ে বিস্তর ভাবছেন।**

প্রতি-পর্যালোচনা-১৬

হেফাজতের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা না-থাকা সত্ত্বেও কেনো ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদেরা তাতে নাক গলাচ্ছেন, এটা কি উৎকণ্ঠার জায়গা নয়? কারণ, সচেতন মহল অবশ্যই জানেন, হেফাজতের কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু সক্রিয় সদস্য ও নেতা রয়েছেন। এরপরও যদি বলা হয়, হেফাজতের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই বা হেফাজত বুঝে বা না-বুঝে রাজনীতির পথে হাঁটছে, সেটা হবে 'কিয়াস মাআল ফারেক' তথা সত্যের অপলাপ মাত্র!

১৭. আমাদের আচার-আচরণ দেখে ইসলামের শত্রু ও সাধারণ নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে? [পৃষ্ঠা: ৮]
পর্যালোচনা-১৭: আল্লাহ কোরআনুল কারিমে বলেছেন, ইহুদি-খ্রিস্টানদের মত ও পথ যতক্ষণ অবলম্বন করবে না ততক্ষণ তারা তোমাদের পছন্দ করবে না। (সুরা বাকারা, আয়াতঃ ১২০) **ইসলামের শত্রুরা তো ইসলামকেই পশ্চাদপদ ধর্ম বলে। তাই বলে কি আমাদের ধর্মকে পাল্টাতে হবে?**

প্রতি-পর্যালোচনা-১৭

ধর্মকে পাল্টানোর অধিকার কিংবা প্রয়োজন কোনোটাই নেই। হ্যাঁ, ধর্ম সম্পর্কে বিকৃত ধারণা ও ভুল কনসেপ্টগুলোকে অবশ্যই পাল্টাতে হবে। তা না হলে ধর্মের নামে অধর্মেরই চর্চা হতে থাকবে প্রিয় মাতৃভূমিতে।

তাছাড়া আপনারা সুরা বাকারার যে আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন,

وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

অর্থ: আর ইহুদি ও খৃষ্টানেরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতোক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন, নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান (ওহী) আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোনো সাহায্যকারীও।

উপরিউক্ত আয়াতের টেক্সট ও অর্থ পাঠ করে আপনারাই বলেন, এখানে কি মুসলিমদের দু'টি দল সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে, নাকি মুসলিম ও ইহুদি-খৃস্টান সম্পর্কে বলা হয়েছে?
আশা করি এবার, আলোচ্য পয়েন্টে আপনাদের উদ্ধৃত আয়াতটির অপ্রসাঙ্গিকতা ধরতে পারবেন।

১৮. শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী (রহ.) এর উপর হামলার আদ্যোপান্ত আমাদের জানা। [পৃষ্ঠা: ১০]

পর্যালোচনা-১৮: হামলা– এই শব্দটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখক যে দাবী করেছেন তা সত্যি হয়ে থাকলে আমরা এর নিন্দা জানাই। **কিন্তু তার মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিমের গায়ে কোন আলিম বা তালিবুল ইলম হাত তুলবে এমনটা অকল্পনীয়।**

প্রতি-পর্যালোচনা-১৮

আমাদের কাছেও সেটা অকল্পনীয় ছিলো। কিন্তু অকল্পনীয় বিষয়টাই একশ্রেণির বিপদগামীর হাতে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ-সহ যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

১৯. এদেরই একদল আমাকে জানাযায় শরীক হতে দেয় নি। [পৃষ্ঠা: ১০]
পর্যালোচনা-১৯: কিছু লোক লেখককে জানাযায় অংশ নিতে বাধা দিলে এর দায় পুরো কওমি সমাজের উপর বর্তাবে কেন? তার উপর লেখকের এ দাবী তিনি এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পক্ষে যাচাই করা দুরূহ। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে বিচ্ছিন্ন কিছু কি ঘটে ছিল? আমাদের জানা নেই। সে দিন সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন ছিল তারা যদি লেখকের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হন– এর দায় শুধুই তাদের উপর বর্তায়।

প্রতি-পর্যালোচনা-১৯

প্রথমত আমি বলিনি যে, আমাকে জানাজায় অংশ নিতে না দেয়ার দায় পুরো কওমির সমাজের ওপর বর্তাবে। বরং বলেছি, এদেরই একদল আমাকে জানাজায় অংশ নিতে দেয়নি। আমি এখানে 'এদের' বলতে কওমি সমাজ বুঝাইনি; বরং বুঝাতে চেয়েছি কওমিতে ঢুকে পড়া বহিরাগত এক দলের কথা।

দ্বিতীয়ত, আমার মতো একজন সুপরিচিত ব্যক্তিকে লক্ষ মানুষের ভীড়ে শনাক্ত করা যাবে না। তা কতোটা যৌক্তিক? এবং আমাকে এভাবে নাজেহাল করার দায় অবশ্যই কিছুটা হলেও কওমি সমাজের বিশেষত হেফাজত ও হাটহাজারীর নীতিনির্ধারণী মহলের ওপর বর্তায় বৈ-কী! যেহেতু তারাই ছিলো বাহ্যত সেদিনের সকল কলকাঠির নিয়ন্ত্রণকর্তা। এই প্রেক্ষাপটে একজন কওমি সন্তান হিসেবে আমি কি স্বগোত্রের ওপর একটু অভিমান প্রকাশের অধিকারও রাখি না?

২০. আনাস মাদানী যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তার কি অধিকার ছিল না পিতার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে জানাযার নামাজ পড়ার? [পৃষ্ঠা: ১০]
পর্যালোচনা-২০: আনাস মাদানীকে কি আদৌ কেউ বাধা দিয়েছিল জানাজায় অংশ নিতে। সে নিজেই হয়তো তার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য সেখানে যেতে লজ্জাবোধ করেছে।

প্রতি-পর্যালোচনা-২০

সচেতন মহলমাত্রই জানেন, আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পর তাঁর লাশ ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। আনাস মাদানী সেখানে একনজর সদ্যমৃত বাবার লাশ দেখতে গেলে, সভ্যতা-ভব্যতা ও ইসলামি আখলাক জলাঞ্জলি দিয়ে তার ওপর ন্যাক্কারজনকভাবে আক্রমণ করা হয়। লাশ দেখতে গেলেই যদি এমন আক্রমণের শিকার হতে হয়; জানাযা পড়তে আসলে যে কেমন আক্রমণের শিকার হতে হতো, সেটা তো সহজেই অনুমেয়। সেই শংকা ও আতংক থেকেই তিনি পিতা হারানোর পাহাড়সমান বেদনা বুকে চেপে জন্মদাতা পিতার জানাজায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এরপরও হাটহাজারীতে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়া হয়। তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়।এটা তো গেলো আনাস মাদানী প্রসঙ্গ।

অন্যদিকে, আল্লামা শাহ আহমদ শফীর ইন্তেকালের পরে হাটহাজারী মাদরাসায় এমন গুঞ্জনও উঠেছিলো যে, আল্লামা শফীর জানাজা দূরের কথা; তাঁর লাশও হাটহাজারীর গেইট দিয়ে ঢুকতে দেয়া হবে না! এই ধৃষ্টতাপূর্ণ হুমকির রেকর্ড আমার কাছে আছে।

২১. জামাতের গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ জামাতের অনেক নেতাকর্মী শুধু জানাযার নামাজ পড়েন নি; বরং জানাযার নামাজ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বও দিয়েছেন এবং খাটিয়াও কাঁধে নিয়েছেন। [পৃষ্ঠা: ১১] (মূলত পৃষ্ঠা নং হবে: ১০ ও ১১)

পর্যালোচনা-২১: লক্ষ মানুষের ভিড়ে কে কোন দলের সেটা যাচাই করার সুযোগ কি আদৌ ছিল? সে দিন সাধারণ অনেক মুসলমানই শায়খের খাটিয়া কাঁধে নিয়েছেন এর মধ্যে কেউ কেউ জামাতের রাজনীতি করে থাকতেই পারেন। তা নিয়ে অত শোরগোলের কী আছে?

প্রতি-পর্যালোচনা-২১

লক্ষ মানুষের ভীড়ে হয়তো সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে চেনার উপায় থাকে না। তবে কোনো দল বা সংগঠনের পরিচিত নেতৃবৃন্দ, যতো লক্ষ মানুষের ভীড়েই থাকুক না কেনো, তাদেরকে না চেনার কোনো কারণ নেই।

কোনো কোনো সূত্রমতে সেদিন প্রায় ৪৫ জন জামাত-শিবিরের নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলো। আল্লামা শাহ আহমদ শফী আজীবন যাদের আদর্শিক বিরোধী ছিলেন; তাদের ৪৫ জন নেতৃবৃন্দ জানাজায় অংশ নিতে পারলো। জামাই আদরে আপ্যায়িত হলো। এতে কোনো আমীরের কিছু এলো-গেলো না। শুধু একজন কওমি সন্তান, যে কিনা সংসদ সদস্য এবং আজীবন কওমি সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাকেই কথিত আমীরের পক্ষ থেকে আটকে দেয়া হলো এই বলে যে, 'আপনাকে আমরা চিনি। তবে আমাদের আমীরের অনুমতি না থাকায়, আপনাকে গেইটের ভেতর যেতে দেয়া যাচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।' তাদের যখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আমীর কে? কী নাম তার? উত্তরে তারা বললো: ' নাম বলা যাবে না। শুধু এটুক জেনে রাখুন, আপনি ভেতরে গেলে বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে। এখন যাবেন কি যাবেন না সেটা আপনার ব্যাপার!'

তাছাড়া জানাজার ফাইল ফুটেজ ও ভিডিও তো আছেই, ওসব দেখলেও যাচাই করা যাবে, সেদিন আল্লামা শাহ আহমদ শফীর খাটিয়া কারা ধরেছেন? খাটিয়ার পাশে কারা দাঁড়িয়ে ছিলেন? এবং সেদিনের জানাজার নিয়ন্ত্রণ মূলত কাদের হাতে ছিলো?

২২. আপনারা তো ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [পৃষ্ঠা: ১১]

পর্যালোচনা-২২: নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারীকে ফটিকছড়ির একটা মাদরাসা-বিবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে সালিশ মানা অনুচিত কাজ নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু এতে বন্ধুত্বের কিছু কি আছে যেমনটা লেখক দাবী করেছেন। **চট্টগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে তার নির্বাচনী এলাকার কোন বিষয়ে তা অংশগ্রহণ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এছাড়া জামাত নেতাদের সাথে লেখকের কিছু ছবি প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'এটা জামাত সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ হতে পারে না, কাজের সুবাদে বিভিন্ন দলের মানুষের সাথে মিলিত হতে হয়েছে।'একই কথা এখানেও প্রযুক্ত হবে না কেন?**

প্রতি-পর্যালোচনা-২২

মাদরাসার বিবাদ নিরসনের জন্যে যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে আনতে হবে, তা তো জরুরি নয়। কওমি মাদরাসার বিবাদ-সমস্যা নিরসনের জন্যে তো শুরা কমিটি ও আল-হাইয়াতুল উলয়া বা কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড-ই যথেষ্ট। আমি কি তাহলে ধরে নেবো যে, মাইজভাণ্ডারী সাহেব ওই মাদরাসার শুরা কমিটির একজন সদস্য ছিলেন? নাকি এটা তার সঙ্গে আপনাদের অন্তরঙ্গতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো?!

মনে রাখা উচিত, কাউকে বিচারক মানা আর কারো সঙ্গে ছবি প্রকাশ পাওয়া সমান কথা নয়; তাছাড়া জামাতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার যেসব ছবি প্রকাশ পেয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেগুলো ছিলো দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কনফারেন্স ও সেমিনার অনুষ্ঠানের। সেখানে আমার মতো তাদেরকেও আমন্ত্রিত করেছিলো সেমিনার কর্তৃপক্ষ। মনে রাখা দরকার, ১৮৬৬ সাল থেকে নিয়ে দেওবন্দের দীর্ঘ দু'শতাব্দীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা নেই, যেখানে দেওবন্দি ঘরানার কেউ কোনো ভ্রান্ত আকিদার মানুষকে বিচারক মেনেছেন। এবং এসব বাস্তবতার কারণেই আমার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

২৩. মামুনুল হকের মধ্যে আকাবির ও মুরুব্বিদের কী চারিত্রিক সুষমা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমার জানা নেই। [পৃষ্ঠা: ১১]

পর্যালোচনা-২৩: মামুনুল হক সাহেবের ব্যক্তিকে নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব কারোর নয়। যদিও এটা ঠিক যে, তার বক্তব্য সামগ্রিকভাবে আরও শালীন ও চাতুর্যপূর্ণ হওয়ার দাবী রাখে।

প্রতি-পর্যালোচনা-২৩

কেউ যখন কোনো সংগঠন বা পদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন তার ব্যক্তিত্বের বিষয়টিও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ইচ্ছে করলেই তিনি আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো যা-তা করে বেড়াতে পারেন না। বিষয়টি আপনাদের বোঝা উচিত। এসব বিষয়ে আগে থেকে সতর্ক থাকলে সোনারগাঁওয়ের রিসোর্ট কাণ্ড ঘটতো না এবং জাতির সামনে আলেম সমাজের মাথা হেঁট হয়ে যেতো না! যিনি আপনাদের আদর্শ, মডেল ও নেতা হবেন, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া কি নৈতিক দায়িত্ব নয়?

দাওয়াত-তাবলিগের কাজ করতে গেলে একজন দাঈর চারিত্রিক ইমেজ কীরকম হওয়া চাই, কর্মপন্থা কী হতে পারে– এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে বিশ্বখ্যাত ইসলামিক স্কলার ও দাঈ শায়খ আবুল হাসান আলী নদভীর রচনাবলি, ড. ইউসুফ কারযাভীর 'সাকাফাতুদ দা'ঈয়া' এবং আল বায়ানুনী রচিত 'আল মাদখাল ইলা ইলমিদ্ দাওয়াহ' ইত্যাদি গ্রন্থ আদ্যোপান্ত আত্মস্থ করা উচিত।

২৪. সাম্প্রতিক রিসোর্ট কাণ্ডে তার অন্যরকম এক চেহারা বেরিয়ে এসেছে। [পৃষ্ঠা: ১১]

পর্যালোচনা-২৪: স্পর্শকাতর একটি সময়ে মামুনুল হক সাহেবের সোনারগাঁও এর রিসোর্টে যাওয়া অপরিণামদর্শী কাজ হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। শরিয়াও এ অসাবধানতাকে সমর্থন করে না। তবে পুরো ঘটনায় ক্ষমতাসীন দল ও চিহ্নিত ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া বিচার করলে বুঝা কঠিন নয় এতে পর্দার অন্তরালের সত্য কিছু রয়েছে। **রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার, জুলুম ও ইসলামবিদ্বেষী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেয়ায় তাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে এমন সুরও উঠছে।এমন পরিস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন।**

প্রতি-পর্যালোচনা-২৪

আপনারা তো স্বীকার করেই নিয়েছেন মামুনুল হকের সোনারগাঁওয়ের রিসোর্টে যাওয়া উচিত হয়নি। এ স্বীকারোক্তির পর সিদ্ধান্তে যেতে ভয় পাচ্ছেন কেনো? তার মতো একজন অপরিণামদর্শী নেতাকে সংগঠনের 'সতিত্ব' রক্ষার্থে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলে কি হেফাজত অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যেতো? হেফাজত ঘরানায় কি সুযোগ্য মানুষের আকাল পড়েছে?!

২৫. মাদ্রাসার সিলেবাসে 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে মাদরাসার ছাত্ররা সঠিক ইতিহাস জানতে পারে। [পৃষ্ঠা: ১২]

পর্যালোচনা-২৫: এটি নিশ্চয় ইতিবাচক প্রস্তাব। আলিমদের উচিত সেকুলারদের নির্মিত বিভ্রান্তিমূলক ইতিহাস থেকে বেরিয়ে নিরপেক্ষভাবে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পুরো ইতিহাস পাঠ করা।

প্রতি-পর্যালোচনা-২৫

এক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের জন্যে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

২৬. এ রাজনীতির সঙ্গে রাসুল (সাঃ)-এর আদর্শের রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। [পৃষ্ঠা: ১৩]

পর্যালোচনা-২৬: বর্তমান সময়ে যখন আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো রাজনৈতিক ইসলামকে কোণঠাসা করে রেখেছে তখন **ইসলামপন্থীদের কোন ধরনের রাজনীতি করা উচিত– অনেক ভালো হতো লেখক যদি সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতেন। তাছাড়া ক্ষমতাসীন দল যে রাজনীতি করছে তার সাথে ইসলামের কী সম্পর্ক তাও বলতে পারতেন।**

প্রতি-পর্যালোচনা-২৬

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তিকা বা ভিডিওবার্তা প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আপাতত এটুক জেনে রাখলে হবে যে, আপনারা যে ধরনের বিভ্রান্তিকর পথে হেঁটে রাজনীতি বা জিহাদ বা বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখছেন, তার সঙ্গে ইসলামের দূরত্ব যোজন যোজনের। প্রসঙ্গত, এদেশের ইসলামপন্থীদের কোন ধরনের রাজনীতি করা উচিত, ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সঙ্গে ইসলামের কী সম্পর্ক? সে বিষয়ে মতবিনিময় ও দিকনির্দেশনার জন্যে আপনারা আমার সঙ্গে বসতে পারেন। আলোচনার দ্বার সর্বদাই অবারিত।

২৭. আমার এই 'বিনীত বার্তা' পাঠের পর অনেকেই আমার বিরুদ্ধে 'দুর্বিনীত' হয়ে উঠবেন। [পৃষ্ঠা: ১৪]

পর্যালোচনা-২৭: 'দুর্বিনীত' হয়ে ওঠা আমাদের কারোরই উচিত নয়। দোষারূপের গণ্ডি ছাড়িয়ে দ্বীনের রঙে রঙিন হওয়া প্রয়োজন। চিন্তাগত ভুল ত্রুটিগুলো বিনয়ের সাথে চিহ্নিত করে দেওয়া প্রয়োজন। **আমাদের কারোরই জ্ঞানপাপী হওয়া উচিত নয়।**

আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব প্রাসাদ কাদের জন্য? তিনি বললেনঃ যারা উত্তম ও ভদ্রোচিত ভাষায় কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, প্রায়ই রোযা রাখে এবং লোকেরা রাতে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় জাগ্রত থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নামায আদায় করে তাদের জন্য। (তিরমিজি, হাদিসঃ ১৯৮৪, মুসনাদ আল ইমাম আহমাদ, হাদিসঃ ১৩৩৮)

প্রতি-পর্যালোচনা-২৭

জ্ঞানপাপী হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি 'জ্ঞানহীন' হওয়া আরো অধিক অনুচিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক ধারণা ও প্রয়োজনীয় পড়াশোনা না থাকলে যেকোনো দল বা গোষ্ঠী বিপদগামী হতে বাধ্য। নিকট অতীতের কওমি মাদরাসাগুলোতে ছাত্রদের বিক্ষোভ, আন্দোলন এবং ঢাকার হোলি আর্টিজান হত্যাকাণ্ড তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমার কথার মর্ম বুঝতে হলে, বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, মাত্র দুই দশক আগের কওমি ফারেগিন এবং বর্তমান ফারেগিনের ইলমি যোগ্যতা ও আখলাকি সৌন্দর্যের তুলনা করে দেখুন। বুঝতে পারবেন, অতি রাজনীতিসচেতন ও অতি বিপ্লবী সাজতে গিয়ে আজকের কওমি প্রজন্ম অধপতনের কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে!

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে আকাবিরের পথে চলার এবং যথার্থ জ্ঞানচর্চার তাওফিক দান করুন। আমিন!

২৮. কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা হেফাজতে ইসলামের সাথে একাকার হয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো। [পৃষ্ঠা: ১৫]

পর্যালোচনা-২৮: লেখকই যখন বলছেন একটা বিশেষ কুচক্রিমহল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে, তখন **ঢালাওভাবে হেফাজতে ইসলাম ও কওমি আলেম সমাজকে দায়ি করা কি ঠিক হয়েছে?**

প্রতি-পর্যালোচনা-২৮

হেফাজতে ইসলামকে দায়ী করা হলেও ঢালাওভাবে কওমি আলেম সমাজকে দায়ী করা হয়নি। মনে রাখা উচিত, আল্লামা শাহ আহমদ শফী-পরবর্তী সময়কার হেফাজতে ইসলাম নিয়ে খোদ কওমি অঙ্গনেই আস্থাহীনতা ও ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমি তখনও কওমির শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো, ইনশাআল্লাহ! কওমি অঙ্গনের প্রতি আমার ভালোবাসা অকৃত্রিম। তাই তো আমি অতীতের মতো মহামারী করোনার এ সংকটকালেও শতো-শতো কওমি মাদরাসায় আমার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান দিয়েছি এবং জাতীয় সংসদের ভাষণে স্বাস্থ্যবিধি মানার শর্তে, কওমি মাদরাসা খুলে দেয়ার জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছি। আমার সংসদের ওই বক্তব্য ইউটিউবসহ নানা সোস্যাল মিডিয়ায় রয়েছে; ইচ্ছে হলে দেখতে পারেন। আরেকটা বিষয় আপনাদের বলে রাখা সমীচীন মনে করছি, আমার যে পুস্তিকাটির ওপর পর্যালোচনার

নামে আপনারা খড়্গহাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, এদেশের অধিকাংশ আলেমেদ্বীন ও মুরব্বিগণ, আমার এই পুস্তিকা পাঠান্তে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

২৯. 'মানহাজি গ্রুপের পরিচিতি'। [পৃষ্ঠা: ১৫]

পর্যালোচনা-২৯: কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া **লেখক একনাগাড়ে 'মানহাজি গ্রুপের' অনেকগুলো মতামত তুলে ধরলেন কোন ধরনের প্রতিবাদ বা প্রত্যাখ্যান ছাড়াই।এটা কি বুঝায় লেখকই ভালো জানবেন।**

প্রতি-পর্যালোচনা-২৯

আমার উদ্দেশ্য, বিপদগামী 'মানহাজি গ্রুপ'-এর পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তাদের মতামতগুলোর খণ্ডন বা প্রতিবাদ নয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে 'প্রতিবাদ না-করাটাই বড়ো প্রতিবাদ'-এর সূত্র অনুসৃত হয়েছে! উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে আমি উগ্র গোষ্ঠী মানহাজি গ্রুপের প্রায় ৮টি বই সংগ্রহ করেছি। সেগুলো পড়া শেষ হলে, আপনাদের প্রত্যাশা পূরণার্থে, তাদের আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক বিষয়গুলোর খণ্ডনস্বরূপ সবিস্তারে লেখবো, ইনশাআল্লাহ!

৩০. মানহাজিদের বিশ্বাস হলো– ইসলামি খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। [পৃষ্ঠা: ১৫]

পর্যালোচনা-৩০: এ বিষয়ে লেখকের বিশ্বাস কী সেটা জানাতে পারতেন। তবে এটাই বাস্তবতা যে, শেষ সময়ে নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও খিলাফতই ছিল সারা বিশ্বের মুসলমানদের অভিভাবক। আর এর গুরুত্বও ছিল সকল মুসলিম আলিম ও জনতার কাছে স্বীকৃত। ৩ মার্চ ১৯২৪ সালে যখন খেলাফত বিলুপ্ত করা হয় ভারতীয় উপমহাদেশের আলিম ও সাধারণ মানুষ কি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লেখক নিশ্চয়ই অবগত। ১৯২৪ সালে মিশরের কায়রোয় সারা বিশ্বের খ্যাতিমান আলিমদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। **সে সময় কি আলিমরা ভুল বুঝেছিলেন, আর আজ আমরা সঠিক বুঝছি?!** (রুদুদুল ফিল আদ দুয়ালিয়্যাহ ওয়াদ দাখিলিয়্যা আলা ইলগাযিল খিলাফাতিল উসমানিয়া, তুর্ক প্রেস, ০৯ এপ্রিল ২০১৬)

প্রতি-পর্যালোচনা-৩০

তাঁরা ভুল বোঝেননি। খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে তার জন্যে সর্বপ্রথম পরিবেশ তো গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আপনারা কতোটা কাজ করেছেন। এদেশের ২০ কোটি জনগনের কয় পার্সেন্ট মানুষের কাছে আপনাদের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। এই মুহূর্তে যদি জরিপ চালানো হয়, দেখা যাবে, ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখে এমন জনসাধারণের সংখ্যা, বাংলাদেশে ২% বা ৪% এর চেয়ে বেশি হবে না। যেখানে মালয়েশিয়া ও তুরস্ক-আফগানিস্তানের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে যথাক্রমে ৩০% ও ৭০% মানুষ ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। এসব তো আগে ভেবে দেখা উচিত। অতএব হাঁটতে হবে খুব ভেবে-চিন্তে, ধীরে-সুস্থে; আপনাদের মতো মারকাটারি স্টাইলে নয়!

শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.- বলেন,

وصول الإيمان إلى أصحاب الكراسي أفضل من وصول أصحاب الإيمان إلى الكراسي

অর্থাৎ: সিংহাসনে ঈমানদার ব্যক্তি পৌঁছার চেয়ে সিংহাসনে সমাসীন ব্যক্তির কাছে ঈমান (ঈমানের দাওয়াত) পৌঁছে দেয়াই অতি উত্তম।' প্রসঙ্গত, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে, তিনি মোগল সম্রাট আকবরের আমলে উপরিউক্ত পন্থায় দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করার কারণে পরবর্তীতে আমরা আওরঙ্গজেব বা বাদশা আলমগীরের মতো একজন ইসলামপন্থী দরবেশ শাসকের দেখা পাই।

৩১. যারা জিহাদ ও খেলাফতের বিরোধিতা করে, তারা "তাগুত" (আল্লাহদ্রোহী অপশক্তি)। [পৃষ্ঠা: ১৫]

পর্যালোচনা-৩১: স্বয়ং সাহাবাগণ জিহাদ করেছেন, খিলাফত কায়েম করেছেন। কেউ এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে যাবে কেন? **হ্যাঁ, এর প্রয়োগ পদ্ধতি হয়তো ভুল হতে পারে।**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩১

প্রথমত, বই থেকে এভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, সাধারণ পাঠক ভুলবশতঃ মনে করতে পারেন, উদ্ধৃত অশংটা আমার কথা; অথচ কথাটা মানহাজি গ্রুপের। নেয়াও হয়েছে তাদের লেখা থেকে। অতএব, উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি না করার অনুরোধ রইলো!

দ্বিতীয়ত, কিছু-কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পদ্ধতির ভুলের কারণেও মূল জিনিসটাই অস্তিত্বহীন অথবা মূল চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। জিহাদ বিষয়ে মানহাজিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা ও কনসেপ্টও অনেকটা সেরকম হয়ে গেছে বৈ-কী! এটা হয়েছে হয়তো তাদের পড়াশোনার ঘাটতি ও গবেষণার স্থূলতার কারণে। নয়তো বা তারা ইচ্ছে করেই নতুন কওমি প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এধরনের বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞা ও ধারণা প্রচার করেছে।

৩২. তথাকথিত মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে হত্যা করা অপরিহার্য দায়িত্ব। [পৃষ্ঠা: ১৬]

পর্যালোচনা-৩২: লেখক যাদের ব্যাপারে এ দাবী করেছেন তারা একবাক্যে এমন দাবী করে না এর আগে পিছে আরও কিছু আছে সেটা আমাদের জানা নেই। তবে এটা ঠিক যে, সেকুলার শাসকদের সাথে ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধ আছে সে কথা লেখকও সম্ভবত মানেন। **এখন তাদের সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামিদের কর্মপন্থা কেমন হওয়া উচিততা দেখার দায়িত্ব বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের।**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩২

প্রথমত, এই পয়েন্টেও উদ্ধৃতির বেলায় একই ধরনের চালাকির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। পাঠক যাতে মনে করেন, উদ্ধৃত অংশের কথাটি মানহাজিদের নয়; বরং আমার। এহেন চাতুর্য সতত পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয়ত, আপনাদের কর্মকাণ্ড দেখে তো মনে হয় না, আপনারা বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের কথামতো কাজকর্ম করেন। আপনাদের দেখে তো মনে হয়, নিজেদেরকে আপনারা বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের চেয়েও 'অতিবিজ্ঞ' জ্ঞান করেন। তা নাহলে বলুন তো, বাংলাদেশের কোন্ কোন্ বিজ্ঞ আলেম সেদিন আপনাদের সহিংস আন্দোলন করতে বলেছিলো? কোন্ কোন্ বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শে আপনারা ইদানিং বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকদের সঙ্গে বেয়াদবিসহ নানাপ্রকার আন্দোলনের ডাক দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট করেছেন।

৩৩. তাদের বিশ্বাস– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ– এসব কুফুরি মতবাদ। [পৃষ্ঠা: ১৬]

পর্যালোচনা-৩৩: এসব মতবাদ কি তবে ইসলাম সমর্থিত? কী বলছেন

লেখকের অনুসৃত আলিমগণ? **সম্ভবত কেউ কেউ এগুলোকে বিদ্যমান বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। তাই বলে এর ইসলামি সংস্ককরণ আবিষ্কার করা কি খুব ভালো কাজ?**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩৩

প্রথমত, এখানেও একই ধরনের চাতুর্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। উদ্ধৃতির লেখাটি আমার নয়; মানহাজিদের। আমার বইয়ে আমি তা আলোচনার প্রয়োজনে উদ্ধৃত করেছিলাম মাত্র।

দ্বিতীয়ত, আপনারা তো স্বীকার করেই নিয়েছেন, এসব মতবাদ এখন সমাজের বাস্তবতা বিধায় মেনে নেয়া যাবে। তাহলে কেনো আপনারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিকে চোখ বন্ধ করেই একবাক্যে 'কুফরি মতবাদ' বলে ফতোয়া ঝাড়েন? আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, যেসব ইসলামি জোট হেফাজতে রয়েছে, তারা কি স্ব-স্ব দলের যাবতীয় কার্যক্রম ইসলাম ও খিলাফতের পদ্ধতিতেই পরিচালনা করেন, নাকি গণতান্ত্রিক সিস্টেমেই চালান? তাছাড়া, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতা কী, তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র অভিসন্দর্ভ রচনা করা যায় অথবা আমার সঙ্গে আপনারা মতবিনিময়ে বসতে পারেন।

উল্লেখ্য, যা দুর্লঙ্ঘ্য বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়, তাকে ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেয়াও তো ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এখনকার অনেক কিছুরই তো অস্তিত্বই ছিলো না, আমরা কি ইসলামের সঙ্গে ওসব কিছুর সামঞ্জস্য বিধান করিনি?

৩৪. ছাত্রদের অন্তঃকরণে দ্বীনি অহমিকা ও ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার হীন প্রচেষ্টা চালানো। [পৃষ্ঠা: ১৬] (মূলত পৃষ্ঠা নং হবে : ১৭)

পর্যালোচনা-৩৪: লেখকের চোখে ইসলামি আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস– হীন প্রচেষ্টা কেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। মুসলিম বিশ্বকে যেভাবে পশ্চিম ও তার মিত্র দেশগুলো সর্বপ্রকারের শোষণ করছে এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। **আগুনকে কতকাল ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায়? মুসলিম তরুণরা তাদের প্রতি সেকুলার সরকারগুলোর অবিরত নিপীড়ন আর কতকাল মেনে নেবে? এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে হতে পারে তারা পথ ভুল করছে। কিন্তু সে প্রতিক্রিয়া কি অযৌক্তিক?!**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩৪

জি, আপনারা পথ ভুল করছেন। অনুগ্রহপূর্বক সঠিক পথে ফিরে আসুন! সঠিক পন্থায়-ই প্রতিক্রিয়া জানানোর চেষ্টা করুন। চরমপন্থা কারো জন্যেই হিতকর নয়।

৩৫. তাদের রাজনৈতিক হীন স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের মাঝে জিহাদ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদিসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো। [পৃষ্ঠা: ১৬]

পর্যালোচনা-৩৫: জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিধান - হাদিসে যেটিকে যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম বা ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে-সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও রাসুলের হাদিসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানো মন্দ তো নয়? **সঠিকভাবে এর প্রচার-প্রসার হতে না দিলে যে কেউ একে 'রাজনৈতিক হীন স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে' ব্যবহার করতেই পারে–এতে অবাক হওয়ার কী আছে?**

প্রতি-পর্যালোচনা-৩৫

কেউ যদি সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবন ব্যতিরেকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলো প্রচার করে বেড়ায়, তাহলে তাতে এদেশের মূল ধারার বিজ্ঞ আলেম সমাজের অতিঅবশ্যই উৎকণ্ঠিত ও শংকিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বরং, কুরআন-হাদিস নিয়ে এহেন স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে হক্কানি আলেম সমাজের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠারও দরকার আছে বৈ-কী!

এ মুহূর্তে এদেশের ইসলামপন্থীদের করণীয় হলো, কুরআন-হাদিসের সেসব আয়াত ও টেক্সটের পুনর্পাঠ ও প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম মহাকবি ইকবালের ভাষ্যমতে 'ইনসানে কামিল' তথা সততা, নৈতিকতা ও যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সাচ্চা মুসলিম তথা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠবে।পাশাপাশি আমাদেরকে পূর্বসূরী ইসলামিক স্কলার ও ওলামা-মাশায়েখের মতো জাগতিক ও ঐশ্বরিক উভয় প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এবং পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত দুই হাজার আয়াত, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর পৃথিবীবিখ্যাত বই 'মা যা খাসিরাল আলামু

বিইনহিতাতিল মুসলিমিন' (মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?) এবং ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাঈলের যুদ্ধে কে বিজয়ী হবে? এ প্রেক্ষাপটে লিখিত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর অনবদ্য রচনা 'বাইনাস সুরাতি ওয়াল হাকিকাতি' পড়ে দেখা জরুরি।

পরিশেষে, মহাকবি আল্লামা ইকবালের দু'টি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েই আমার কথার ইতি টানছি-

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ۞ تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن

কাব্যানুবাদ: *জীবনের মানে খুঁজে নাও তুমি ডুব দিয়ে অন্তরে / আমার আপন না হলে না হও; ভালোবাসো নিজেরে!*

ভাবার্থ: হৃদয়ের গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে তুমি জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করে নাও। আমার আপন না হলেও (আমাকে যথার্থভাবে না চেনার কারণে) অন্তত নিজেই তুমি নিজের আপন হয়ে যাও।

یقیں محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم ۞ جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

কাব্যানুবাদ: *দৃঢ় প্রত্যয়, সতত প্রয়াস, প্রীতিপূর্ণ প্রাণ / এসব গুণেই ধ্বনিত ধরায়, বীরদের জয়োগান!*

ভাবার্থ: দৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্মতৎরতা ও ভালোবাসাই (আল্লাহ-রাসুলের ভালোবাসা তথা পরমপ্রেম) হলো বিশ্বজয়ের মূলমন্ত্র। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যই তো বিশ্ববিজয়ী কিংবদন্তি পুরুষদের তরবারি তথা বিজয় অর্জনের প্রধান অস্ত্র।

وما علينا إلا البلاغ

arnadwibd@yahoo.com
www.aburezanadwi.com
aburezanadwimpctg15